জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

১ ডিসেম্বর
বিশ্ব এইডস দিবস ২০১৩
এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার

এইচআইভি সংক্রমন ও এইডস মৃত্যু : নয় একটিও আর।
বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়বো সবাই, এই আমাদের অঙ্গীকার।

Getting to Zero : Zero New HIV Infections.
Zero Discrimination and Zero AIDS Related Deaths.

বিশ্ব এইডস দিবস ২০১৩ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র- ১ ডিসেম্বর ২০১৩, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০ জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০
০১ ডিসেম্বর ২০১৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব এইডস দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এইডস নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিবসটি পালনের এই উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

এবছর বিশ্ব এইডস দিবসের প্রতিপাদ্য হল "এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস মৃত্যু নয় একটিও আর, বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়বো সবাই, এই আমাদের অঙ্গীকার"। এ অঙ্গীকার পূরণে অগ্রগতি হলেও একে বিশ্বজনীন আওতায় আনার জন্য প্রয়োজন সবার দায়বদ্ধতা ও উদ্যোগ। এইচআইভি প্রতিরোধ করা সম্ভব। বাংলাদেশে এইডস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা কম হওয়ার পেছনে ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশে এইডস পরিস্থিতি পর্যালোচনায় এইডস সংক্রমণ ঝুঁকি প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় নিরাপদ ও নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বৃদ্ধি এবং এইডস আক্রান্তদের জন্য সেবা ও সহায়তা প্রদান করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যৌথভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এইডসের স্বাস্থ্যগত দিকের পাশাপাশি মানবিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্বের বিষয়টি তুলে ধরার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'বিশ্ব এইডস দিবস-২০১৩' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০
০১ ডিসেম্বর ২০১৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১ লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের হার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় অনেক কম। এর প্রকোপ শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে সরকার বদ্ধপরিকর।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে বর্তমান সরকার দেশব্যাপী ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি - ৬ অর্জনের লক্ষ্যে 'স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠিদের মাঝে এইচআইভি/এইডস সনাক্তকরণ, চিকিৎসা, পরিচর্যা ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের এইচআইভি/এইডস সম্পর্কিত সকল তথ্যাদি একত্রিকরণ ও সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের এসকল কার্যক্রম সারাবিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে।

এইচআইভি আক্রান্তের প্রতি সামাজিক বৈষম্য রোধ, এইচআইভি আক্রান্তে মৃত্যুহার হ্রাস ও এমডিজি-৬ অর্জনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে আমি দাতাগোষ্ঠি, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব এইডস দিবস-২০১৩ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস মৃত্যু: নয় একটিও আর বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়বো সবাই, এই আমাদের অঙ্গীকার॥

বাংলাদেশে বিশ্ব এইডস দিবস পালনের ১৮ বছর পূর্তি হলো। বিশ্ব এইডস দিবসের ধারণাটি এসেছে ১৯৮৮ সালে লন্ডনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীবর্গের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এইচআইভি প্রতিরোধ বিষয়ক স্বাস্থ্য অধিবেশন থেকে। আর ১৯৯৫ সাল থেকে সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিকভাবে এই দিনটি ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও গুরুত্বের সাথে পালিত হয়ে আসছে। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ, সরকার, সুশীল সমাজ এবং সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ একত্রে এইডস বিষয়ক সময়োপযোগী বিশেষ স্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্ব এইডস দিবস পালন করে আসছে।

ওয়ার্ল্ড এইডস ক্যাম্পেইন ও তাদের সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক, ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ব এইডস দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারিত হয়েছে- Getting to Zero। বাংলাতে যাকে বলা যায়- "শূণ্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জন"। এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রতিপাদ্যের উদ্দেশ্য হলো তিনটি বিষয়ে শূণ্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জন - ২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি'র নতুন সংক্রমণ; এইচআইভি আক্রান্তদের প্রতি বৈষম্য; এবং এইডস-এ মৃত্যুহার শুণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনা যাতে অদূর ভবিষ্যতে আমরা একটি এইডস-মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে পারি।

বিগত কয়েক বছর ধরে বিশ্ব এইডস দিবসে সবার জন্য সেবা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার এক ধাপ এগিয়ে শূণ্য মাত্রায় পৌছানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ও এইচআইভি আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ঝুঁকি ও ক্ষতি হ্রাস, অত্যাবশ্যকীয়সেবা, চিকিৎসাসেবা ও সহায়তা নিশ্চিত করা খুবই জরুরী। এসব জনগোষ্ঠী চিকিৎসা সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে এখনও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ সম্পর্কিত বিভিন্ন ভুল ধারণা উল্লেখিত জনগোষ্ঠীকে ঘিরে অপবাদ ও বৈষম্য তৈরি করে। আর এই অপবাদ ও বৈষম্যের শিকার হয়ে অনেকে প্রয়োজনীয় সেবা পায় না বা সেবা গ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এছাড়াও, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও সম্পত্তিসহ মৌলিক অধিকারগুলো পাবার ক্ষেত্রে এই জনগোষ্ঠী প্রায়শই বৈষম্যের শিকার হয়। তাই বৈষম্যগুলো কমিয়ে আনা গেলে এইচআইভি আক্রান্ত ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে কার্যকরভাবে এইচআইভি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, যা এইচআইভির নতুন সংক্রমণ প্রতিরোধে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। আর আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য যথোপযুক্ত চিকিৎসা, সেবা ও সহায়তা নিশ্চিত করা গেলে এইডসে মৃত্যুহারও শূণ্যমাত্রার কাছাকাছি পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের হার এখনও কম। ২০১২ এর তথ্যমতে বাংলাদেশে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা ২,৮৭১। এই সংখ্যাটি কর্মসূচীগুলোর সাফল্যের প্রতিফলনও বটে। কিন্তু সংক্রমণের এই হার ও আক্রান্তের সংখ্যা দেখে সন্তুষ্টির কোন সুযোগ নেই। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহের রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি আছে সামাজিক কুসংস্কার। বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের এই নিম্নমাত্রা ধরে রাখা এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কেননা, আমাদের দেশে দ্রুতহারে এইচআইভি সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়বার সমস্ত কারণ ও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ বিদ্যমান রয়েছে। সংক্রমণের জন্য ঝুকিপূর্ণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় সেবাগুলো নিশ্চিত করা না গেলে সংক্রমণের এই হার ধরে রাখা সম্ভব নয়।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকার আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘ সংস্থা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় উন্নয়ন সংঘ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/প্রাইভেট সেক্টর'সহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সাধারণ মানুষের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশে এইচআইভি ও এইডস কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগে সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশে ২০০৩ সাল থেকে এইচআইভি প্রতিরোধে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সেভ দ্য চিলড্রেন-এর আওতায় 'বাংলাদেশ সম্প্রসারিত এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রম' শীর্ষক দি রোলিং কন্টিনিউয়েশন চ্যানেল (আরসিসি) প্রকল্পের অর্থায়ন করছে গ্লোবাল ফান্ড। সরাসরি বাস্তবায়নের পাশাপাশি সেভ দ্য চিলড্রেন বর্তমানে দেশব্যাপী ২৩টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়ন করছে। এদেও মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থা, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও আত্ম-সহায়ক দল, ইত্যাদি। বিষয়-ভিত্তিক কার্যক্রমগুলো হলো - সুইয়ের মাধ্যমে মাদকগ্রহণকারী ও যৌনকর্মীদের জন্য ডিআইসি ও আউটরিচ-ভিত্তিক অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা; এইচআইভি আক্রান্তদের জন্য চিকিৎসাসেবা ও সহায়তা প্রদান; ও বিনামূল্যে 'এআরভি' ঔষধ বিতরণ; গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যম ও লোকজ সাংস্কৃতিক (নাট্য-পালাগান, ইত্যাদি) মাধ্যম নির্ভর কার্যক্রম 'বাঁচতে হলে জানতে হবে'; আনুষ্ঠানিক ও অ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, এ্যাডভোকেসী, গবেষণা এবং উদ্ভাবন; কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যজ্ঞান ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ। এই কার্যক্রমসমূহের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী হলো সুইয়ের মাধ্যমে মাদকগ্রহণকারী ও তাদের স্ত্রী/স্বামী বা সঙ্গী; যৌনকর্মী ও তাদের খদ্দের, সঙ্গী বা স্বামী; এইচআইভি আক্রান্ত মানুষ, তাদের সন্তান, পরিবার ও প্রতিবেশী; ছাত্র-ছাত্রী ও ঝরে পড়া-শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ শিশু ও যুবসমাজ; এবং সর্বোপরি জনসাধারণ।

এ সকল আন্তরিক প্রচেষ্টায় মানুষের মধ্যে এইচআইভি ও এইডস বিষয়ক সচেতনতা, ঝুঁকি অনুধাবনের মাত্রা, সঠিক ধারণা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে যা এইচআইভি প্রতিরোধে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তনে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে এইডস বিষয়ে অপবাদ ও বৈষম্যও কমে আসছে। ফলে বিগত বছরগুলোতে এইচআইভি সংক্রমণের হার ন্যুনতম মাত্রায় ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। জাতিসংঘের জেনারেল এ্যাসেম্বলি ফর স্পেশাল সেশন (UNGASS)- এর অভিষ্টলক্ষ্য অর্থাৎ এইচআইভি/এইডস বিষয়ক জ্ঞান, দক্ষতা ও সেবাসুবিধা যুবসমাজের হাতের নাগালে পৌছে দেয়া এবং এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৬ (Millenium Development Goal- MDG - 6: Combat HIV/AIDS, Malaria and other diseases) অর্জনে এ সকল কর্মকাণ্ড অবদান রাখছে। এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বর্তমান কার্যক্রমের ব্যাপ্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে আরো সেবাবঞ্চিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনা গেলে ২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি'র নতুন সংক্রমণ, এইচআইভি আক্রান্তদের প্রতি বৈষম্য এবং এইডস-এ মৃত্যুহার ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। পরিশেষে, এবারের বিশ্ব এইডস দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার-

সংক্রমণ, বৈষম্য ও মৃত্যু নয়: এইডস করবো জয়

বিস্তারিত তথ্য ও প্রকাশিত উপকরণের জন্য দেখুন ঃ

জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম এর ওয়েবসাইট

www.bdnasp.org

Dr. Md. Abdul Waheed
Line Director
National AIDS/STD Program
DGHS, MOHFW

রওশন এরশাদ
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমরা সৌভাগ্যবান যে, বাংলাদেশে এখনো এইচআইভি এবং এইডস এর মাত্রা সাধারণ জনগোষ্ঠির মধ্যে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তবে আর্থ-সামাজিক ও ভৌগলিক অবস্থান এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির কিছু সুনির্দিষ্ট আচরণের জন্য বাংলাদেশ এইচআইভির ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার সকল ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি যেমন সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী পুরুষ এবং নারী যৌনকর্মী, সমকামী এবং যারা ইতিমধ্যেই এইচআইভিতে সংক্রমিত হয়েছেন এই সকল জনগোষ্ঠির জন্য সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

তবে এখনো আমাদের দেশে যৌনরোগ ও হেপাটাইটিস 'সি' এর প্রভাব এবং বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে নিয়মিতভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের মাত্রা বাড়েনি, ফলে এসব ক্ষেত্রে আমাদের সকলকে মিলে কাজ করতে হবে।

সম্প্রতি আমাদের নবম সেরো-সার্ভিলেন্স রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে এইচআইভির মাত্রা অষ্টম সার্ভিলেন্স এর তুলনায় বাড়েনি। বাংলাদেশে এইচআইভির মাত্রা সিরিঞ্জে নেশা গ্রহণকারী জনগোষ্ঠির মাধ্যমে উঠানামা করে। সরকারের সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এই জনগোষ্ঠির মধ্যে এইচআইভির মাত্রা কমে এসেছে। তবে আমাদের থেমে থাকলে চলবে না। সিরিঞ্জের মাধ্যমে নেশা গ্রহণকারী এবং অন্যান্য সকল ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে আমাদের সেবা, সচেতনতা এবং চিকিৎসা অব্যাহত রাখতে হবে, তবেই আমরা পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারবো।

আমি এই বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সকলকে এক সাথে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমি বিশ্ব এইডস দিবসের সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

রওশন এরশাদ

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

এইডস আক্রান্তদের প্রতি সহমর্মিতাসহ প্রতিরোধের অঙ্গীকার নিয়ে এবারও 'বিশ্ব এইডস দিবস-২০১৩' পালিত হচ্ছে। এবছরের বিশ্ব এইডস দিবসের আহ্বান "এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস মৃত্যু নয় একটিও আর। বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়বো সবাই, এই আমাদের অঙ্গীকার"। সকলের জন্য চিকিৎসার সম-সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশকে এইডস প্রতিরোধে অঙ্গীকারাবদ্ধ করে তোলার মধ্যেই এই দিবসের তাৎপর্য নিহিত।

বাংলাদেশে সাধারণ জনগোষ্ঠির মধ্যে এইচআইভির বিস্তৃতি এখনো ০.১%, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে ১% এর কম। তবে বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশও ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশে প্রায় ৭৫০০ ব্যক্তি এইচআইভিতে সংক্রমিত, এদের মধ্যে অধিকাংশই অভিবাসী জনগোষ্ঠি। এই অভিবাসী জনগোষ্ঠি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিপুল পরিমান সহযোগিতা করে আসছে। বাংলাদেশের GDP- তে ১৩% আসে অভিবাসীদের কাছ থেকে। অভিবাসী জনগোষ্ঠির প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য তথ্য এবং সার্বিক নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। বাংলাদেশ সরকার অভিবাসী জনগোষ্ঠির সার্বিক নিরাপত্তা বিষয়টি তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত করে জীবনমান স্বদেশে এবং অভিবাসী দেশে উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে।

বাংলাদেশে অভিবাসীদের সুযোগ সুবিধা এবং তাদের প্রত্যেককে সেবার আওতায় আনা সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব। বাংলাদেশ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে ইতোমধ্যে অভিবাসীদের জন্য কিছু কাজ করেছে। বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়ে সর্বোচ্চ সহযোগিতা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা-৬ অর্জনেও বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এইডস প্রতিরোধে সামাজিক, পারিবারিক ও জাতীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং বিশ্ব এইডস দিবস-২০১৩ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফলতা কামনা করছি।

এম, এম, নিয়াজউদ্দিন

অতিরিক্ত সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

এইচআইভি/এইডস বর্তমানে বিশ্বে মানবজাতির জন্য একটি অভিশাপ হিসাবে চিহ্নিত। এ রোগের কারণে বিশ্বে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হচ্ছে। বাংলাদেশে এ রোগের প্রকোপ ও বিস্তার প্রতিরোধকল্পে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান আছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সমাজের সকল-স্তরের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ভয়াবহ রোগের প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ লক্ষে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় উপাসনালয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে এ রোগের কারণ উৎপত্তি ও প্রতিরোধ বিষয়ে আমরা আলোচনা ও পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে ইহার বিস্তাররোধ করতে সক্ষম হবো বলে আশা রাখি। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষ্যে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনায় সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাই। আসুন, এইচআইভি/এইডস এর ভয়াবহ অভিশাপ থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচানোর অঙ্গীকার করি।

আমি "বিশ্ব এইডস দিবস - ২০১৩" এর গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করি।

এ. এম. বদরুদ্দোজা

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

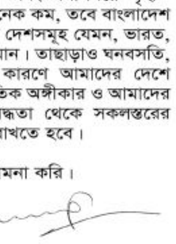

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১ ডিসেম্বর ২০১৩ বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপিত হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের হার তুলনামূলকভাবে কম হলেও ভৌগলিক অবস্থান, এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ, মাদক ব্যবহারের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের কারণে বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। সরকারি কার্যক্রমের অধীনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জাতীয় এইচআইভি/এইডস প্রোগ্রামের মাধ্যমে এইডস প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করছে। এছাড়াও, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বিশেষকরে ধর্মীয়নেতাদের মধ্যে সচেতনতামূলক কর্মসূচিও চলমান রয়েছে। এবার বিশ্ব এইডস দিবসের প্রতিপাদ্য "এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস মৃত্যু ঃ নয় একটিও আর, বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়বো সবাই, এই আমাদের অঙ্গীকার"। এ শ্লোগানকে সামনে রেখে সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডসের ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব হবে বলে মনে করি।

আমি "বিশ্ব এইডস দিবস-২০১৩" এর সফলতা কামনা করি।

অধ্যাপক ডাঃ খন্দকার মোঃ সিফায়েত উল্লাহ

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্ব এইডস দিবস পৃথিবীর প্রতিটি দেশে এইচআইভি/এইডস বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বরাবরের মতো এবারও বাংলাদেশে ১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপিত হচ্ছে।

এইডসের ভয়াবহতা মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের জন্য এক মারাত্মক হুমকি। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষার জন্য মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসহ নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে হবে এবং এজন্যে এইচআই-ভসহ সকল যৌনরোগ প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি একটি কার্যকরী পন্থা বলে আমি মনে করি। নিয়ন্ত্রিত জীবনব্যবস্থা, মাদক বর্জন, নিরাপদ যৌনাভ্যাস, নৈতিকতার উন্নয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে এইডস ঝুঁকিমুক্ত করতে অবদান রাখতে পারি।

আমি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহবান জানাই, আসুন আমরা সুস্থ জাতি গঠনের লক্ষ্যে এইচআইভি/এইডস ও যৌনরোগসহ প্রজননস্বাস্থ্যের সকল সংক্রমণরোধে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।

বিশ্ব এইডস দিবস ২০১৩ পালনের সকল উদ্যোগসমূহের সফলতা কামনা করি।

এ কে এম আমির হোসেন

মহাসচিব
বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন

বাণী

এবারের বিশ্ব এইডস দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস মৃত্যু ঃ নয় একটিও আর, বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়বো সবাই, এই আমাদের অঙ্গীকার"। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ১ ডিসেম্বর ২০১৩ বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপিত হচ্ছে।

এবারের বিশ্ব এইডস দিবসের অঙ্গীকারের আহবানে সাড়া দিয়ে মরণ ব্যাধি এইডস প্রতিরোধে সকল স্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের সকলকে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং যথাসময়ে গৃহীত সরকারের নানাবিধ কর্মসূচির কারণে বাংলাদেশে এখনও এর প্রাদুর্ভাব অনেক কম, তবে বাংলাদেশ ঝুঁকিমুক্ত নয়। কেননা বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও এর পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ যেমন, ভারত, মায়ানমার, নেপাল, প্রভৃতি দেশসমূহে এইডসের মারাত্মক প্রাদুর্ভাব বিদ্যমান। তাছাড়াও ঘনবসতি, দারিদ্রতা, অনিরাপদ রক্তসঞ্চালন, ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণ- এসবের কারণে আমাদের দেশে এইডসের ঝুঁকি রয়েছে। এ থেকে মুক্তি পেতে দরকার ইতিবাচক রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও আমাদের সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা। বিশেষকরে সমাজ ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সকলস্তরের চিকিৎসকদের আন্তরিকভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে।

বিশ্ব এইডস দিবস ২০১৩ এর জন্য গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

অধ্যাপক ডাঃ এম ইকবাল আর্সলান